পাঠক ফোরাম

শৃঙ্খলিত শহীদ মিনার

ভাষা সৈনিকদের শহীদ মিনারে যেতে দেয়নি পুলিশ। রমনা থানার পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে গতিরোধ করে তাদের শোভাযাত্রাকে। আমি লজ্জিত, প্রতিবাদের কোনো ভাষা আমার জানা নেই। ভাষা সৈনিকরা যদি শহীদ মিনারে না যেতে পারে তাহলে কিসের জন্য শহীদ মিনার, কিসের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমি জানতে চাই, কোথায় আছে সেই বায়ান্ন'র মানুষের প্লাবন, সংকল্পে দৃঢ় সাহসী মানুষের ঢল, আজ শহীদ মিনারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে পুলিশ। শহীদদের ক্রন্দনের ধ্বনি কি পুলিশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। কেন শহীদ জননী কিংবা ভাষা সৈনিকদের চোখের আগুনে ভস্ম হচ্ছে না এ শৃঙ্খল? সংস্কৃতি আর দাবি আদায়ের স্থান তো শহীদ মিনার। তাহলে কেন পুলিশের ব্যারিকেড? সচেতন মানুষের প্রতি আহ্বান, আসুন আমরা শহীদ মিনারকে রাজনীতির প্রতিহিংসা থেকে মুক্ত করি।

আরিফ রাজু
আল বেরুনী হল
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাংঘাতিক

একটি দৈনিক পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টারের চাকরিচ্যুতি এবং হত্যা সংশ্লিষ্টতার কারণে মামলা দায়েরের খবর ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজ পেয়ে গেছেন। অপসাংবাদিকতার খেতাবটি অনেক সাংবাদিকের(?) জন্যই নির্ধারিত অনেক দিন ধরে। এবার হত্যার মতো জঘন্য কাজেও সাংবাদিকরা নেমে গেলেন! একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কিভাবে এরা ঠাঁই পেলো সেটাই প্রশ্ন। জেগে উঠুক সুস্থ সাংবাদিকতার বিবেক দৃষ্টি, সংবাদ হোক সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্ববহ এক অনুঘটক।

অবাক
mirana7 @hotmail.com

দুর্নীতির ভয়াবহতা

নগর ভবনের লুটপাটের প্রচ্ছদ কাহিনীটি পাঠকদের মাঝে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আমরা কোথায় আছি? কারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন? জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বিত্তবান হচ্ছে কিছু আমলা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যার নির্লজ্জ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে নির্বাচিত প্রাণপ্রিয় নেতারা। আমি অবাক হই এই ভেবে যে, এতোসব লুটপাট সবার চোখের সামনে কিভাবে হলো? প্রতিবাদ করার কি কেউ নেই? প্রশ্ন জাগে সরকার বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, ইত্যাদির দাম বাড়িয়েছে শুধু কি রাজস্ব আয়ের জন্য, না লুটপাটের টাকা যোগান দেয়ার জন্য। এভাবে চললে দুর্নীতিতে শুধু হ্যাটট্রিক নয় ডাবল হ্যাটট্রিক হয়ে যাবে। মাননীয় মেয়র মহোদয়কে বলছি- দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে 'অ্যাকশনে নামুন। অন্যথায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হবে- 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

এএসএম, ছায়ফুল্যাহ, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা

রপ্তানি পণ্য

নতুন সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পুতুল সামগ্রী উঠে আসছে। নানা রঙ ও বৈচিত্র্যময় এসব পুতুলের স্থানীয় যেমন চাহিদা বাড়ছে তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও বাড়ছে এর উজ্জ্বল রপ্তানির সম্ভাবনা। আগে পুতুল সামগ্রী ইউরোপ, হংকং, তাইওয়ান ও চীন দেশ থেকে আমদানি হতো। এখনো হয়। তবে তুলনামূলকভাবে সে স্থান দ্রুত দখল করতে যাচ্ছে দেশী নানা পুতুল। এখন দেশেও ব্যাপকভাবে এই শিল্প গড়ে উঠেছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের জন্য এটি গৌরবের ব্যাপার। প্রস্তুতকারকরা জানাচ্ছেন, যদি পুতুল তৈরির উন্নত উপকরণ সহজলভ্য হয় তাহলে আরো উন্নত পুতুল তৈরি করা সম্ভব। যা বিদেশে আরো ভালো বাজার পাবে। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটির প্রতি নজর দেবেন আশা করি।

লাড্লা
পিলখানা, ঢাকা

গম কেলেঙ্কারি

বর্তমান জোট সরকারের শাসনামলে গম কেলেঙ্কারির ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও খাদ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদে এ ব্যাপারটাকে মিথ্যা এবং তথ্য বিভ্রাট বলে চালিয়ে দিলেন। সব সম্ভবের দেশ বলেই খাদ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মতো পবিত্র স্থানেও এমন ডাহা মিথ্যে বলতে পেরেছেন। অবশ্য মিথ্যাবাদীদের জন্য পবিত্র-অপবিত্র স্থান বলে কোনো বিধি-নিষেধ না থাকারই কথা। খাদ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন, গম কেলেঙ্কারির ঘটনা যদি মিথ্যা হবে তবে কেন কয়েকজন কর্মকর্তাকে ওএসডি এবং বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হলো? আর তথ্য বিভ্রাট হলে সে ব্যাপারেও কেন ব্যবস্থা নেয়া হলো না?

আদিব মাহমুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা

আদালতের প্রতি

অবশেষে বন্ধই হয়ে গেলো একুশে টেলিভিশন। বন্ধ হয়ে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা করা একটি স্বপ্নের অগ্রযাত্রা। প্রতিষ্ঠিত করা হলো জাতীয় দলীয় প্রচার মাধ্যমের আধিপত্য। রাজনীতির করালগ্রাসের আধিপত্য। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতনের রেখে যাওয়া চুক্তিকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে বাতিল করাটা যে আমাদের রেওয়াজ সেই ধারণাটাকেও যেন প্রতিষ্ঠিত করা হলো। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।' আদালতের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেই বলছি, যদিও ইটিভির লাইসেন্স ছিলো অবৈধ তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই রায়ের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এখানে বিদেশী বিনিয়োগ ছিলো যাদের কোনো দোষ ছিলো না। যারা ইটিভিকে ঘিরে বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউজ গড়ে তুলেছিলো, সেই লক্ষকোটি জনতার যাদের সংবাদ জানার এবং বিনোদনের যোগানদাতা ছিলো ইটিভি; তাদের ব্যাপারে আদালতের উদ্যোগী ভূমিকার অতীব দরকার।

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

আর কত শিশু হত্যা

বাচ্চাটা গেল কোথায়? সবে তো পাঁচ বছর বয়স। বন্ধুর বাসায় যে রাত কাটাবে এ কথাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। এদিকে বাচ্চার মা তো কেঁদেকেটে অস্থির। বার বার একই কথা বলছে, 'আমার খোকন সোনা তো বিকালে কিছু খায়নি, ওর ক্ষুধা লেগেছে, ও মনে হয় কাঁদছে'। আসলেই তো, গেল কোথায়? সারা রাত কাটলো, সকাল গড়িয়ে দুপুর

হতে চলল। তিন দিন পর যে গাছটার নিচে বাচ্চাটা খেলছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আনমনে ভাবছি। কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ লাগছে। একঝাঁক কাকের চিৎকারে বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠল। অবশেষে একজন সেই গাছে উঠে গিয়ে বস্তার দড়ি কেটে দিল। ততক্ষণে সবাই নাকে রুমাল দিয়েছি। বস্তাটা মাটিতে পড়তেই বেরিয়ে এলো ভয়াবহ দৃশ্য। বস্তাটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ে মুন্ডুবিহীন অর্ধগলিত শিশুর লাশ। জামা কাপড় দেখে শনাক্ত করা হয়, তা হারিয়ে যাওয়া খোকনের লাশ। জমি সংক্রান্ত গোলমালের শিকার খোকন। আসামিরা পলাতক। 'আর কত শিশু হত্যা হবে? তোমরা কী কিছুই করবে না?'

আশিস, তিতুমীর হাউস
পাবনা ক্যাডেট কলেজ, পাবনা

আমাদের শিশুরা

রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে অথবা ফুটপাতে ঘুমায় ওরা। নিষ্পাপ, নির্মল কিন্তু পরিশ্রান্ত মুখগুলো ঘুমাচ্ছে যেন স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখে। হয়তো ওদের স্বপ্নে থাকে স্বর্গের নির্ঝরধারা, হয়তো বা থাকে পার্থিব জগতের কোনো অমিয় কল্পনা। অন্য সব মানুষের মতো সুখস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন যেটি দেখেই তারা রাত অতিবাহিত করুক না কেন, মায়ের চুড়ির ঝঙ্কারে অথবা ঘড়ির অ্যালার্মের আওয়াজে ওদের ঘুম ভাঙে না, ওদের ঘুম ভাঙে ট্রেনের তীব্র হুইসেলে অথবা কাকের কা-কা রবে। ঘুম থেকে উঠেই অনুভব করতে হয় ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। কি নামে নামাঙ্কিত করা যায় ওদের? সাধারণভাবে আমরা ওদের বলি টোকাই । কিন্তু ওরা কি শুধুই টোকাই। ওরা পতা মানবশিশু, বিধাতার অমূল্য সৃষ্টি। তবে কি ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে চরম অবহেলার সঙ্গে? কিন্তু না, তা কেন হবে? সৃষ্টিকর্তার কাছে অবশ্যই সকল সৃষ্টিই সমান।
তবে কেন এই শিশুদের সকাল থেকে যুদ্ধ করতে হয় চরম বাস্তবতার সঙ্গে? কেন এরা সকালের একঝাঁক পাখির মতো কলরব করতে করতে স্কুলে যায় না? শিশুদের আমরা বলে থাকি স্বর্গীয় দূত। তবে এরা কি স্বর্গীয় দূত নয়? কেন এদের অবমাননাকর, দুঃসহ, কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে দিনাতিপাত করতে হয়?

জসিম উদ্দিন রিসাত
মিরপুর, ঢাকা

দেশ আজ কোন পথে

বর্তমানে বাংলাদেশ রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সরকারি দল ও বিরোধী দল সন্ত্রাসের মহড়ায় একে অন্যকে হারিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান ও একমাত্র হাতিয়ার এই সন্ত্রাস। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দল সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। কিন্তু তার ফল কখনোই শুভ হয় না। বরং অবস্থা আরো জটিল করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে সাধারণ ছাত্রদেরও ঠেলে দেয়া হয়েছে বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সংঘাতের দিকে। সবকিছু হচ্ছে রাজনৈতিক কূটকৌশলের চালে, তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষা নাকি জাতির মেরুদণ্ড। (এতোদিন তাই তো জেনে এসেছি) শিক্ষা ব্যবস্থা অচল করে সেই মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে সরকার জাতির কোন মঙ্গল করবে তা বোধগম্য নয়। ছাত্ররাই নাকি দেশের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎকে পিটিয়ে-পাটিয়ে বর্তমানেই পথে শুইয়ে দিচ্ছে। এ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা? রাজনীতিকগণ নিজ স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের কথা না ভেবে দেশ ও দেশের মানুষের কথাও ভাববে- এমনটা আশা করা কি আমাদের খুব অন্যায়, মারাত্মক অপরাধ?

শবনম, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা

অতএব সাবধান!

সাম্প্রতিক বন্যায় ঢাকাসহ অনেক নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গিয়েছিল। পানি নেমে যাওয়ার পর অন্যান্য সমস্যা যেমন পানির সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যা প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে তা হলো পানিবাহিত রোগ। রাজধানী ঢাকার প্রায় ১৬টি জেলার মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। মহাখালী আন্তর্জাতিক উদরাময় কেন্দ্রে ডায়রিয়া রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। প্রতিদিন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে জ্বর, সর্দি, কাশিতে। এছাড়া সম্প্রতি ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সঙ্গে মৃতের সংখ্যাও। এমতাবস্থায় রাজধানীর নিম্নাঞ্চলসহ উচ্চাঞ্চলের অধিবাসী প্রত্যেকেই পানি পান ও ডেঙ্গুর ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। কেবল পানিকবলিত অঞ্চলের অধিবাসী নয়, যারা পানি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন না প্রত্যেকেই পানি পানের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

তারুণ্যের বিপর্যয়

১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ২০০০ সংখ্যায় নাসির উদ্দীন বিশ্বাস নামে এক ফোরাম বন্ধু তারুণ্য সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সত্যিই তারুণ্য আজ হতাশা এবং অবহেলায় জর্জরিত। তদুপরি রয়েছে অভিভাবক সম্প্রদায়ের উপেক্ষা আর অবহেলার খড়্গ। এটা আমার একার কথা নয়, লাখো তরুণের অব্যক্ত বেদনার এক বাস্তব চিত্র। সমাজ নিয়ে, দেশ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের প্রতি অনুরোধ, প্লিজ একবার তরুণ সমাজের সমস্যা নিয়ে ভাবুন। তাদের দিকনির্দেশনা দিন। এতে সমাজ তথা দেশ উপকৃত হবে। হতাশা আর দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে তরুণরা।

টগর
চকবাজার চট্টগ্রাম

সাবমেরিন কেব্‌ল্

কেউ কেউ ইদানীং বলছেন, সাবমেরিন কেব্‌ল্ লাইনের সঙ্গে যুক্ত হলেই কি দেশের কিছু একটা হয়ে যাবে? তাহলে এ নিয়ে কেন এতো হৈ চৈ? আসলে এটা একটা খোঁড়া যুক্তি। এসব বলে প্রযুক্তি থেকে, আধুনিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যে কারণে এনালগ থেকে ডিজিটাল, যে কারণে সেলুলার, সে কারণেই প্রয়োজন সাবমেরিন কেব্‌ল্ লাইনের সঙ্গে সংযুক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলানো। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বহু আগেই সংযুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে। আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় 'এই সেই লাখপতি' প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল আলমগীর রহমান খান শার্কের পরিচালক। আসলে তিনি শার্কের পরিচালক নন। বিশেষ অতিথি হিসেবে শার্ক সাপ্তাহিক ২০০০ বিশ্বকাপ কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন। তার নাম আলমগীর রহমান খান নয়, আলমগীর খান।

নকলনবিশ

আমরা হতাশ হই, লজ্জিত হই। হয়তো অন্যান্য ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভালো গানের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা, আমাদের ব্যাকুলতা, আমাদের আবেগ অনুভব করার ক্ষমতাও সংশ্লিষ্টরা হারিয়েছেন। না হলে 'ওরে নীল দরিয়া'..., 'তুমি কী দেখেছো কভু...', 'এই পৃথিবীর পরে...', 'আমার বুকের মধ্যিখানে'..., 'আমার সারাদেহ খেয়ো গো মাটি...', 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো...', একদিন ছুটি হবে...'-এর মত কালজয়ী, হৃদয়গ্রাহী, মৌলিক গানগুলো কেন ইতিহাস হয়েই রবে? নিজেদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতকে অনুপ্রেরণার পরশপাথর না ভেবে কেন নির্মাণকর্তাগণ নকলের মতো ব্যক্তিত্বহীন কাজে আগ্রহ প্রকাশ করবেন, কেন?

শামীম আনসারী সুমন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা